

শারী'য়াতের পরিভাষায় হাজ্জ

শারী'য়াতের পরিভাষায় হাজ্জ বলা হয়ঃ- আল্লাহর (ﷺ) হুকুম পালন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত তাওয়াফ, ছা'য়ি, 'আরাফাহর ময়দানে অবস্থান এবং হাজ্জের অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদনের মহান উদ্দেশ্যে মক্কায় গমন করা। হাজ্জ হলো দ্বীনে ইছলামের অন্যতম একটি রুকুন বা ভিত্তি এবং ক্বোরআন, ছুন্নাহ ও ইজমা'য়ে উম্মাত দ্বারা অকাট্য ও সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত একটি ফার্য 'ইবাদাত।

অধিকাংশ 'উলামায়ে কেরামের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হাজ্জ ফার্য হয়।

প্রত্যেক সামর্থবান ব্যক্তির উপর জীবনে একবার বাইতুল্লাহর হাজ্জ সম্পাদন করা ফার্য। এর প্রমাণ হলোঃ-

(এক) ক্বোরআনে কারীমে আল্লাহ (ﷻ) ইরশাদ করেছেনঃ-

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ.^১

অর্থাৎঃ- মানুষের উপর অত্যাৱশ্যকীয় হলো আল্লাহর জন্যে বাইতুল্লাহর হাজ্জ করা যে, এর সামর্থ রাখে। আর যে ব্যক্তি তা অস্বীকার করবে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র জগত হতে অমুখাপেক্ষী।^২

(দুই) সাহীহ বুখারীতে 'আব্দুল্লাহ বিন 'উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাছুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ-

بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.^৩

অর্থাৎঃ- ইছলামের ভিত্তি হলো পাঁচটি। এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মোহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর রাছুল। সালাত ক্বায়েম করা। যাকাত আদা করা। হাজ্জ সম্পাদন করা এবং রামাযানের রোযা পালন করা।^৪

(তিন) হাদীছে জিবরাঈল নামে সুপ্রসিদ্ধ ও সুদীর্ঘ হাদীছে বর্ণিত রয়েছে যে, জিবরাঈল (রাঃ) যখন রাছুলুল্লাহ (ﷺ) এর নিকট ইছলাম সম্পর্কে জানতে চাইলেন তখন রাছুলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ-

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ

১. آل عمران - ৯৭

২. ছুরা আলে 'ইমরান-৯৭

৩. رواه البخارى

৪. সাহীহ বুখারী

অর্থাৎ:- ইছলাম হলো এই-তুমি এই ঘোষণা ও সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মোহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাছুল। সালাত ক্বায়েম করবে, যাকাত আদা করবে, রামাযানের রোযা পালন করবে এবং হাজ্বরত পালনের সামর্থ রাখলে হাজ্বরত সম্পাদন করবে।^৬

(চার) আবু হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত হাদীছ:-

قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا^৭

অর্থাৎ:- রাছুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:- হে মানবজাতি! আল্লাহ তোমাদের উপর হাজ্ব ফার্য করে দিয়েছেন, অতএব তোমরা হাজ্ব আদা করো।^৮

(পাঁচ) মুহলিম উম্মাহর ঐক্যমত তথা ‘ইজমায়ে উম্মাত। অর্থাৎ-হাজ্ব ফার্য হওয়ার জন্য যে সব শর্ত রয়েছে, সে সব শর্ত যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার উপর হাজ্ব সম্পাদন করা ফার্য, এ বিষয়ে সমগ্র মুহলিম উম্মাহ একমত। তাতে কারো কোন দ্বীমত নেই।

সূত্রাবলী:-

- ১। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ ‘আব্দুল ‘আযীয বিন বায (رحمته الله) সংকলিত “আত্‌তাহকীক ওয়াল ঈযাহ--”।
- ২। আল ‘আল্লামা আল মুহাদ্দিছ আশ্শাইখ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (رحمته الله) সংকলিত মানাছিকুল হাজ্ব ওয়াল ‘উমরাহ ফিল কিতাব ওয়াছ ছুন্নাহ ওয়া আ-ছারিছ ছালাফ”।
- ৩। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ ‘আব্দুল মুহছিন হামদ আল ‘আব্বাদ حفظه الله সংকলিত “তাবসীরুন নাছিক বি আহকামিল মানাছিক”।
- ৪। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ মোহাম্মাদ বিন সালেহ আল ‘উছাইমীন (رحمته الله) সংকলিত “আশ্শারহুল মুমতি”।
- ৫। আশ্শাইখ ‘আব্দুল্লাহ বিন ‘আব্দুর রহমান আল জিবরীন ও আশ শাইখ ‘আব্দুল মুহছিন বিন নাসির আল

৫. رواه مسلم

৬. সহীহ মুহলিম

৭. أخرجه مسلم

৮. সহীহ মুহলিম

‘উবাইকান حفظهما الله সংকলিত “আল মিনহাজ ফী ইয়াওমিয়া-তিল হা-জ্ব”।

৬। আশ্শাইখ জামীল যাইনু (رحمته الله) রচিত ও সংকলিত “ আরকানুল ইছলাম ওয়াল ঈমান”।

৭। আল ‘আল্লামা আশ্শাইখ মোহাম্মদ বিন সালেহ আল ‘উছাইমীন (رحمته الله) রচিত ও সংকলিত “কাইফা ইয়ুআদিল মুছলিমু মানাছিকাল হাজ্ব ওয়াল ‘উমরাহ ওয়া আখতা ইয়াক্বা‘উ ফীহাল হুজ্জাহ”।

৮। “বিদয়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহয়াতুল মুক্বতাসিদ” লিল ইমাম মোহাম্মদ বিন আহমদ আল ক্বোরতুবী (رحمته الله)।

৯। “ফিক্বহু ছুন্নাহ” লিল ‘আল্লামা আছ ছায়্যিদ আছ ছাবিক্ব (رحمته الله)।

১০। “আল ফিক্বহু ‘আলাল মাযাহিবিল আরবা‘আ” লিশ্শাইখ ‘আব্দুর রহমান আল জায়ীরী (رحمته الله)।